তরঙ্গিণী

নাটক।

শ্রীগ্রন্থকার কর্ত্তৃক বিরচিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা

২।১নং বাগবাজার ষ্ট্রীট্ মণিরাম যন্ত্রে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯০ সাল।



উপহার।

গুণালঙ্কৃত মতিমান

শ্রীযুক্ত বাবু তুলসীদাস মুখোপাধ্যায় বি,এ, বি,এল্।

গুণিগণাগ্রগণ্যেষু।

সুধীবর,

সুবিস্তৃত বঙ্গভাষা কাননে পশিয়া
সুগন্ধি পুষ্পের মালা গাঁথিয়া যতনে
দিব আপনারে মনে হেন আশা করি
প্রবেশিতে বনমাঝে করিনু বাসনা।
কিন্তু হায়! কণ্টকিত সে বনের পথ
জানিলে কি এ উদ্যম করিতাম কভু?
বিষম কণ্টক পথে, হ'ল না ক্ষমতা
প্রবেশ করিতে বনে; আয়াস বিফল
তুলিতে সুগন্ধি ফুল। কিন্তু যদি পুনঃ
গৃহে ফিরি শুধু হাতে, কি বলিবে লোকে?

সেই ভয়ে, প্রিয়ম্বদ, বনের প্রান্তর
হ'তে আহ'রিয়া যত কদর্য্য প্রসূন
রচিয়াছি এই মালা অনেক আয়াসে।
বলুক অপর লোকে যাহা মনে লয়
কদর্য্য জঘন্য হেয় এই মালা গাছি,
যেহেতু যতনে আমি গেথেছি ইহায়
মোর চোকে কভু ইহা নিন্দনীয় নয়।
তাই বলি যে আমার আদরের ধন
যতন অবশ্য পাবে আপনার ঠাঁই ;
জানি আমি অপরাধী হইনু হে করি
দূষিত তোমার কর, যথেচ্ছাচারিতা
অপরাধে। কিন্তু প্রিয়! ক্ষমিবে আমার
গুরুতর অপরাধ অনুগ্রহ করি।
বিশেষ স্নেহের ধন "তরঙ্গিণী" মোর
রাখি আপনার বাসে, হইনু নিশ্চিন্ত।
আপনার স্থানে নাহি পায় কোন ক্লেশ
যতনের ধন মোর, এই আকিঞ্চন।

২৯ এ কার্ত্তিক
সন ১২৯০ সাল

আপনারই
গ্রন্থকার

তরঙ্গিণী।

প্রথম দৃশ্য।

অমরাবতী নগরী, রাজা চিত্রসেনের প্রমোদকাননের ঘাট। নৌকা সংলগ্ন, একজন আরোহী উপবিষ্ট।

আরোহী। (স্বগত) দিবা অবসান প্রায়। মুমূর্ষু অবস্থায় কালিন্দীসোদর স্বীয়দূত প্রেরণ কল্লে স্থবির মানব অন্তিমকাল স্মরণ করে যে রূপ চক্ষু মুদ্রিত করে তদ্রূপ দিনমণি কাল পূর্ণ দেখে লোহিতবর্ণ ধারণ করে ঘোর অন্ধকারময় অস্তাচল-গুহা আশ্রয় কল্লেন। লজ্জাবতী পদ্মিনী কান্তের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ক'রে অভিমানে লজ্জারূপ অবগুণ্ঠনে মস্তক আবৃত কল্লে। চাটুকার মধুকরগণ মকরন্দ আশায় নিরাশ হয়ে তাকে একাকিনী ফেলে পুষ্পান্তরে গেল। প্রিয়বিরহে ব্যথিতা চক্রবাকী বৃক্ষশাখায় ব'সে নয়ননীরে ধরাতল সিক্ত ক'চ্চে। গোধুলি সময় উপস্থিত দেখে রাখালেরাও গোরু নিয়ে নিজ নিজ আলয়ে ফিরে এল। সন্ধ্যা সমাগমে

তাপ্তীর কি অপূর্ব্ব শোভা! যেন সমুদ্রকরে কর দিবার নিমিত্তই কুলু কুলু রবে তরঙ্গ বিস্তার ক'রে সবেগে ধাবিতা! রূপসী তরুণীনিচয় বারিপূর্ণ কলস কক্ষে দ্রুত পাদ বিক্ষেপে গৃহে যাচ্চে। পেচকরাজ রজনী উপস্থিত দেখে ক্রোধভরে বায়সদিগকে গালি দিতে দিতে কোটর থেকে বহির্গত হচ্চে। শিবাগণ নিঃশঙ্কচিত্তে পুলিনে পুলিনে আহারান্বেষণে রত। মধ্যে মধ্যে মহানন্দে ঘোর রব কচ্চে। মৃগরাজের অনুপস্থিতিতে অজাগণ যেরূপ নির্ভয়ান্তঃকরণে প্রান্তরে প্রান্তরে বিচরণ করে তদ্রূপ নক্ষত্র-রাজি এতক্ষণ নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করে ছিল। রোহিনীরমণ স্বর্ণথালা রূপ ধারণ করে দেখা দিবামাত্রই তাহাদিগের অধিকাংশ লুক্কায়িত হ'ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত্রিও উপস্থিত। যা হক এই যে অমরাবতী সদৃশ নগরী দৃষ্ট হচ্চে এর নাম কি? এবং এই সুরম্য প্রাসাদই বা কার? নাবিককে জিজ্ঞাসা কল্লে কি বল্‌তে পার্‌বে না? কেন না উহাদিগের অগম্যস্থান অতি বিরল। দেখি জিজ্ঞাসা ক'রেই দেখি;—

"নাবিক এই নগরীর নাম কি? এবং উপরে যে ইন্দ্রালয় সদৃশ প্রাসাদ লক্ষিত হচ্চে এই বা কার?"

নাবিক। "যুবরাজ এই নগরীর নাম অমরাবতী এবং

এই যে সুরম্য সৌধ অট্টালিকা দেখ্‌চেন ইহা মহারাজ চিত্রসেনের রাজপ্রাসাদ।”

আরোহী। “মহারাজ চিত্রসেন? যাঁর ভয়ে শত্রুগণ সর্ব্বদা কম্পবান এবং সপ্তদ্বীপ ধরাতল যাঁর আজ্ঞাধীন, ইহা কি সেই প্রবলপ্রতাপ মহারাজ চিত্রসেনের রাজধানী? শুনেছি অমরাবতী বাস্তবিকই অমরাবতী তুল্য। ভাল তবে যখন দৈবক্রমে এখানে এসে পড়েছি তখন আর অন্যত্র যাবার আবশ্যক নাই। এই রাজধানীতেই কিছুকাল বাস করা যা'ক। আজ এইখানেই নৌকা রাখ। কাল প্রভাতে একটী বাসস্থান অন্বেষণ করা যাবে।”

নাবিক। “যুবরাজ বাসস্থান অন্বেষণার্থ আপনাকে আর অধিক কষ্ট কত্তে হবে না। মহারাজ চিত্রসেনের বদান্যতার বিষয় যেরূপ শ্রুত আছি তাতে তিনি যে আপনার ন্যায় অতিথিকে উপযুক্ত বাসস্থান না দিবেন ইহা কখনই সম্ভব হয় না। অনুমতি হয়ত প্রভাতে এ অধীন গিয়ে মহারাজকে যুবরাজের অতিথি হওনের বিষয় জ্ঞাপন করে।”

আরোহী। আপত্তি কি?

নাবিক। যে আজ্ঞে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—০:০—

চিত্রসেনের পুষ্পোদ্যান।

এক সখির প্রবেশ।

সখি (স্বগত)। আহা উষাকালে উদ্যানের কি মনোহর শোভা? চতুর্দ্দিকে সুবাসিত পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়ে সুগন্ধে দশদিক আমোদিত কচ্চে। ভ্রমরগণ মধুপানে উন্মত্ত হয়ে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গুণ গুণ রবে উড়ে বস্‌চে। প্রভাত সমীরণ মৃদু মন্দ হিল্লোলে মালতী পুষ্পের রেণু সকল দশদিকে বিক্ষিপ্ত কচ্চে। সুকুমার শিরীষ পুষ্পের কেশর গুলি বাতাসে কেমন দুল্‌চে! আহা! প্রভাতে এই উদ্যানে এলে তাপিত প্রাণও শীতল হয়।

সে যাই হ'ক আর কার জন্যেই বা ফুল তুল্‌তে এলাম। আজ ক দিন থেকে প্রিয়সখি তরঙ্গিণীর যে ভাব দেখ্‌চি তাতে আর ফুল তুলেই বা কি হবে? আগে আগে প্রিয়সখি ফুটন্ত ফুল পেলে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে মালা গাঁথ্‌তে বস্‌ত। কিন্তু আজকাল আর সে রকম ভাব নেই। সে আমোদ নেই, সে আহ্লাদ নেই, আমার প্রতি সেরকম স্নেহ নেই। পাঁচটা কথা কইলে তবে একটা

কথা কয়, তাও নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত। কে জানে কিসে যে প্রিয় সখির এরকম ভাব হ'ল আমি ত অনেক ভেবেও কিছু নির্ণয় কর্‌তে পার্‌লাম না। তা যা হ'ক আজ নির্জ্জন পেলে আমি সখিকে একবার জিজ্ঞাসা কর্‌ব। এই যে নির্জ্জন আর খুঁজতে হল না। সখি আপনা থেকেই এই দিকে আস্‌চে, তা ভালই হয়েচে।

তরঙ্গিণীর প্রবেশ।

(তরঙ্গিণীর প্রতি) সখি আজকাল তোমাকে এত অন্যমনস্ক দেখি কেন? যেন তোমার মনে কোন সুখ নেই। সর্ব্বদাই মন বিষাদিত। আগে ফুল পেলে তুমি সহস্র কাজ ফেলে মালা গাঁথতে বস্‌তে। আজ কাল আমি ফুল তুলে নিয়ে গিয়ে যেখানে রাখি সেইখানেই পড়ে থাকে। আমার প্রতি যেন আর সে রকম স্নেহ নেই তোমার সে আমোদ নেই, সে হাঁসি নেই। ভাই নিশ্চয়ই তোমার মনে কি একটা প্রবল দুঃখ উপস্থিত হয়েচে। আমি আজ ক দিন অবধি তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব মনে কচ্চি। কিন্তু সুবিধা পাইনি বলে পারিনি তা ভাই আজ যখন নির্জ্জনে পেয়েছি তখন তোমাকে এ নূতন ভাবের কারণ বলতেই হবে।

তরঙ্গিণী। না প্রিয়ম্বদে কিছুই নয়।

প্রিয়। সখি তুমি বল আর নাই বল কিন্তু তোমার হৃদয় বিদারণ এবং হতাশ্বাসব্যঞ্জক সকাতর স্বর, তোমার মলিন বদন যেন স্পষ্টাক্ষরে ব'লে দিচ্চে যে তোমার মনে একটা প্রবল দুঃখ উদিত হয়েচে। তা ভাই আমার সাক্ষাতে বলতেও কি দোষ—

সখি! কথা কচ্চ না যে?

তরঙ্গিণী। প্রিয়ম্বদে তুমি যথার্থই আমার প্রাণের সহচরী। মনোদুঃখ তোমাকে না বলে আর কাকে বলব? সখি! রতিপতির ফুলবাণে শরীর জ্বর জ্বর হচ্চে। সখি আর বাঁচি কি না—

কত সখি স'ব যাতনা কোমল প্রাণে,
বিঁধিতেছে দিবানিশি কুসুমবাণে।
অবলা সরলা বালা
বিষম যৌবন জ্বালা
সই কেমনে কুলবালা মদন শাসনে।*

প্রিয়। এই কথা। তা ভাই এর জন্যে এত দুঃখ কেন? বললেই ত হয়। তুমি মহারাজ চিত্রসেনের একমাত্র দুহিতা, তোমার মত ভুবনমোহিনী রূপবতী ভূমণ্ডলে কেউ আছে কি সন্দেহ। তোমার মুখসুধা পান আশাতেই যেন

* সাধের প্রেমে না পুরিল সাধ—

অনঙ্গ নিজে নাসিকা হয়েছেন। শশাঙ্ক যেন তোমার বদন-শশাঙ্কের শোভা দেখেই কলঙ্কিত। অধরের নিকট প্রবাল পরাজিত। দশন মুক্তাগঞ্জিত। কামের কমনীয় ঘট স্বরূপ তোমার কুচযুগেরই বা কি শোভা। কটির নিকট পরাজয় মেনেই যেন কেশরী বনমধ্যে লুক্কায়িত। উরুর নিকট রম্ভাতরুও পরাস্ত। প্রফুল্ল কোকনদ অপেক্ষাও তোমার পদযুগল শোভনীয়। সখি আর অধিক কি বল্‌ব, তোমার রূপে লজ্জিতা হইয়াই যেন চঞ্চলা সতত চঞ্চলা হয়েছেন। তা সখি যে এমন রূপবতী তার আবার বিবাহের ভাবনা?

তরঙ্গিণী। সকি অন্য বিবাহে কাজ নাই। মনে মনে যাঁর চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করেছি তাঁকে পাই ত বিবাহ কর্‌ব আর নইলে—

প্রিয়। ভাই তুমি এখন মনে মনে কোন্ ভাগ্যবান পুরুষকে মন দিয়ে ব'সে আছ তা না জান্‌তে পার্‌লে আমিই বা কি কর্‌ব আর তোমার বাপমাই বা কি কর্‌বেন?

তরঙ্গিণী। সখি সে অপরিচিত যুবক। কি নাম, কোথায় ধাম, কাহার পুত্র, বিবাহিত কি অবিবাহিত কিছুই জানি না। তিলেকের নিমিত্ত নয়নে নয়নে দেখা। সেই মুহূর্ত্ত মধ্যেই আমার জীবন যৌবন কুলশীল অপহরণ

করেচে। সখি যেন অবলা জনের প্রাণ বধিবার নিমিত্তই অনঙ্গ পুনর্জ্জীবিত হয়েছিলেন। বুঝি ত্রিসংসারে সে রূপের স্বরূপ আর নাই। যে কুলবতী সেই পুরুষরত্নকে পতিত্বে বরণ কর্ব্বে সে যথার্থই ভাগ্যবতী। দৃষ্টিমাত্র যারে মন প্রাণ অর্পণ করেছি তারে না পেলে জীবনে কি ফল?

প্রিয়। কি নাম, কোথায় বাস, কাহার পুত্র কিছুই জাননা। অথচ আগে থাক্তে মন দিয়ে বস্‌লে। এখন তাকে কোথায় পাই বল দেখি? আচ্ছা কোথায় সাক্ষাৎ হয়েছিল বল্‌তে পার?

তরঙ্গিণী। আজ তিন দিন হ'ল প্রাতঃকালে তুমি পুষ্পচয়নে উদ্যানে গেলে একাকিনী বাতায়নে ব'সে উদ্যান শোভা দেখ্‌ছিলাম। হঠাৎ ঘাটের দিকে দৃষ্টি পতিত হল। দেখ্‌লাম জগৎ বিমোহন রূপে আলো ক'রে এক যুবক নৌকায় উপবিষ্ট আছে। সখি দৃষ্টিমাত্র মন প্রাণ তাঁর চরণে অর্পণ ক'ল্লাম। জানিনা তিনি আমাকে দেখেচেন কিনা। কিয়ৎক্ষণ অনিমেষ লোচনে দেখ্‌চি ইত্যবসরে জনৈক আগন্তুক এসে কি ব'ল্লে অমনি মরাল নিন্দিত পাদ বিক্ষেপে আস্তে আস্তে নৌকা থেকে নেমে গেলেন। তদবধি আর দেখ্‌তে পাই না।

প্রিয়। তাই বল। সখি বিধাতা তোমার অনুরূপ

বন্ধুই মিলিয়ে দিয়েছেন। সখি! আমিও তাঁকে দেখে-ছিলাম। আরও শুনেছি, মহারাজ তাঁকে অতিথিজ্ঞানে কেলিগৃহে বাসস্থান দিয়েছেন। তাইত ভাবি, আমার প্রিয়সখীর মন চুরী করে সেত সামান্য রূপবান নয়? সখি! কি কমনীয় কান্তি!

মুনিজন মনোহারী মরি কি মুরতী রে,
ভ্রমে যেন রতিপতি হারা হয়ে রতি রে।
দেখিয়ে রূপের ছাঁদ
মলিন হয়েছে চাঁদ
বুঝি মানসে রাখিয়া সৃজিয়াছে প্রজাপতি রে।*

তা সখি, আমাকে এতদিন বল নি কেন? তা হলে ত আমি সেই অপরিচিত মনচোরের পরিচয় নিয়ে কি নাম, কাহার পুত্র, কোথায় ধাম এবং এ কিশোর বয়সে কি জন্যই বা একাকী ভ্রমণে প্রবৃত্ত, সব ঠিক্ করে আস্‌তাম। তা যাই হ'ক আমি আজ রাত্রেই তাঁর পরিচয় নিয়ে আস্‌ব।

উভয়ের প্রস্থান।

---

* রাগিণী পিলু।—তাল যৎ।

তৃতীয় দৃশ্য।

—০:০—

চিত্রসেনের উদ্যান বাটী

দুইজন যুবক আসীন।

প্রথম যুবক। সখে! তোমার চিত্তবিকার নিরাকরণার্থ মহারাজ তোমাকে জলপথে ভ্রমণে পাঠালেন। মহারাজের অতুল ঐশ্বর্য্যে ও বিশালরাজ্যে তুমিই একমাত্র উত্তরাধিকারী; তোমার এই নবীন বয়সে চিত্তবিকার দেখে মহারাজ যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত তাহা বর্ণনায় আসে না। যা হ'ক অনেক ভেবে চিন্তে অন্য কোন উপায় না দেখে, মহারাজ তোমাকে এই জলবিহারের আদেশ দেন। আমার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরোধ, যাতে তুমি সন্তুষ্ট থাক, যাতে তোমার মন প্রসন্ন ও নিশ্চিন্ত থাকে, তার চেষ্টা করি। আমিও মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য করে প্রাণপণে সে বিষয়ের ক্রুটী করি নি। প্রায় দুই মাস হ'ল আমরা রাজধানী পরিত্যাগ করে এসেচি। মধ্যে তোমার বিকারের কতক উপশম দেখে, মনে মনে ভাব্‌লাম বুঝি এতদ্দিনে সখা প্রকৃতিস্থ হলেন। কিন্তু প্রকৃতিস্থ হওয়া দূরে থা'ক যে দিন আমরা অমরাবতীর ঘাটে এসেচি, সেই দিন থেকে

তোমার বিকারের বৃদ্ধি হয়েচে। সেই দিন থেকে আর তোমার মুখে হাঁসি দেখ্‌তে পাই নে। সেই দিন থেকে তোমার হৃদয়ের প্রফুল্লতা বিদায় গ্রহণ করেচে। কখন যে ফিরে আস্‌বে তারও আশা নাই। অমরাবতী নগরী প্রকৃতই অমরাবতী। এবং মহারাজ চিত্রসেন আমাদের আবাস স্থান জন্য যে কেলিগৃহ দিয়েচেন ইহা যেন শচীপতির কেলিগৃহ স্বরূপ। এখানকার শোভা দেখে বিমোহিত ও আনন্দসাগরে মগ্ন না হয় এরূপ লোক অতি বিরল। আহা! নিরন্তর মধুলোলুপ অলি গুঞ্জরণে, কলকণ্ঠ বিহঙ্গমকুলের কলনিনাদে এবং নির্ম্মল প্রস্ফুটিত পুষ্পের গন্ধে এ স্থান সততই আমোদিত। এমন স্থানেও যদি তোমার চিত্ত বিকারের উপশম না হয়, তবে নিশ্চয় জান্‌লাম, এ বিকার দেবেরও অসাধ্য। তবে আর কেন দেশ পর্য্যটনের প্রয়াস?

কিন্তু আজ কাল তোমার বিকার পূর্ব্বের ন্যায় নয়। এখন তোমায় সততই নিরাশ দেখি। যেন কোন প্রিয়বস্তু প্রাপ্তির আশায় নিরাশ্বাস হয়ে সর্ব্বদাই হা হুতাশ কর। এক বিকারের সম্পূর্ণ উপশম হতে না হতেই আবার এক নূতন বিকার উপস্থিত। আমি ত অনেক ভেবেও এর কোন কারণ নির্ণয় কত্তে পারলাম না। যা হ'ক, যদি আমার

দ্বারা কোন উপকার হয় ব'ল, প্রাণপণে তার চেষ্টা করি। সখে, তোমার মলিন মুখ দেখে মন যে কি পর্য্যন্ত ব্যথিত, তা বলে কি জানাব বল? কি কারণে তোমার অভিনব ব্যাধির উদয় হ'ল, বল তার উপশমে চেষ্টা করি।

দ্বিতীয় যুবক। সখে, আমার এ ব্যাধির উপশম করা দেবের অসাধ্য। কেন বৃথা এর উপশমে আকিঞ্চন কর?

প্রঃ যুঃ। পৃথিবীতে এমন কোন ব্যাধিই নাই যে উপযুক্ত চিকিৎসাতে তার উপশম না হয়।

দ্বিঃ যুঃ। উপযুক্ত চিকিৎসাতে সকল ব্যাধির উপশম হয় সত্য। কিন্তু ব্যাধি শান্তির চেষ্টার পূর্ব্বে তার নিরাকরণ করা আবশ্যক। আমার ব্যাধি নিরাকরণ করা চিকিৎসকের সাধ্যাতীত।

প্রঃ যুঃ। তবে নিশ্চয় বুঝ্‌লাম, কোন যুবতীর কুটিল নয়ন নিঃসৃত স্মরের ফুলবাণ তোমার অন্তরে বিদ্ধ হয়েচে। (স্বগত) হায় কালের কুটিল গতি বুঝ্‌তে পারে কার সাধ্য? যে রাজপুত্র বিজয় প্রণয়ের নামেও প্রজ্জলিত হ'তেন, স্ত্রীজাতির প্রতি যাঁর একান্ত বিদ্বেষ ছিল, কোন যুবতী কখন যে হৃদয়ে স্থান পায় নি, কালের আশ্চর্য্য শক্তিতে সেই রাজপুত্রের হৃদয় আজ প্রণয়াগ্নিতে দগ্ধ

হচ্চে। অথবা কালভুজঙ্গিনী-সদৃশ রমণীগণ নয়নবাণে যুবক কুলের মন ভুলাতে না জানি কি তন্ত্র মন্ত্রই জানে?

দ্বিঃ যুঃ। সখে, তন্ত্রমন্ত্র কিছুই নয়। কেবল তিলেকের জন্য নয়নে নয়নে মিলন। আহা! সে রূপরাশি যে দৃষ্টিগোচর না কল্লে তার জন্মই বৃথা। বল্‌তে কি সখে, তরল প্রভা সৌদামিনী যেন ভূতলে উদয় হয়েছিল। নির্ম্মল সলিলে, কি স্বচ্ছ দর্পণে যেরূপ প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তদ্রূপ সেই বিমল-কমল-নিন্দিত রূপরাশি নিরন্তর এই দগ্ধ হৃদয়ে জাগরিত রয়েচে। সেই ভুবনমোহিনী দৃষ্টিপথ বহির্ভূতা হয়েচে সত্য; কিন্তু কস্মিন্ কালে স্মৃতি পথ অতিক্রম কর্‌বে কি না বল্‌তে পারি নে।—

নেপথ্যে গীত।

যে অবধি হেরেছি সই সে চারু বদন,
ধ্যান জ্ঞান হইয়াছে সেই প্রাণধন।

সখে, রাজপথে কে সুমিষ্ট গীতিলহরী উত্থিত করে যাচ্চে, দেখ্‌তে পার? এমন শ্রবণরঞ্জন গান ত কোথাও শুনি নি। বোধ হচ্চে গীত বামা-কণ্ঠ-নিঃসৃত। যা হ'ক ওকে ডেকে নিয়ে এস।

প্রঃ যুবকের প্রস্থান।

কৌমুদীবসনে আবৃতা হয়ে প্রকৃতি সতী কি সুন্দর সজ্জিতাই হয়েচেন। রাত্রি পরিষ্কার। নভোমণ্ডল তারকা-রাজি সুশোভিত। যেন কোটি কোটি হীরক খণ্ড ঝক্ ঝক্ করে জ্বলচে। তার মাঝখান থেকে হেম মণ্ডলসদৃশ সুধাকর সুধাবর্ষণে অগণিত চকোরকে আকর্ষণ কচ্চেন। গন্ধবহ উদ্যানস্থিত কুসুমগন্ধে আমোদিত হয়ে কেমন মৃদু মন্দ হিল্লোলে প্রবাহিত হচ্চে। কুমুদিনীগণ হৃদয়-নাথকে পেয়ে যেন আনন্দে দশন বিকাশ করে হাঁস্‌চে। আহা! প্রণয়ের কি আশ্চর্য্য মহীয়সী ক্ষমতা! কোথায় নভোমণ্ডল বিরাজিত সুধাকর আর কোথায় সরোবরস্থিতা কুমুদিনী! দৃষ্টি মাত্রেই অতুল সুখ! যে ব্যক্তি প্রণয়সুখে বঞ্চিত তাহার জীবন ধারণই বৃথা! কিন্তু যে প্রণয় দান ক'রে প্রত্যর্পিত না হয়, তার অপেক্ষা দুঃখভাগী আর কে? আমি না জেনে না শুনে মন দিয়ে ভাল করি নি।

(একজন স্ত্রীলোক সঙ্গে প্রথম যুবকের প্রবেশ।)

(স্ত্রীলোকের প্রতি) তুমিই কি নীচে গান গাচ্ছিলে? তুমি বেশ গাইতে পার, আর তোমার গানটীও বড় মিষ্টি, যদি অপরিচিত দেখে লজ্জা না হয়, তবে গানটী আর একবার গাও না।

স্ত্রীলোক। (স্বগত) বলে কানা ভাত খাবি, না হাত ধোবো কোথা"। আবার লজ্জা? তোমায় ধরবার জন্যেই ফাঁদ পেতেছি, তুমিও ফাঁদে পা দিয়েচ, এখন কি আর লজ্জা করে সে ফাঁদ তুলে নিতে পারি? (প্রকাশ্যে) না মহাশয়, লজ্জা আর কি? গাচ্ছি—

যে অবধি হেরেচি সই সে চারু বদন,
ধ্যান জ্ঞান হইয়াছে সেই প্রাণ ধন।
সেই মুনি মনোলোভা
অপূর্ব্ব বদন শোভা
হৃদয় মাঝারে সখি আছে অনুক্ষণ।
প্রবোধ না মানে সখি
সতত ব্যাকুল আঁখি
হেরিবার তরে সেই হৃদয় রতন॥ *

তুমি দেখ্‌চি প্রকৃত গায়িকা। ভাল তোমার সুকোমল গঠন দেখে বোধ হচ্চে, তুমি অবশ্য ভদ্রবংশ-সম্ভূতা। কিন্তু একাকিনী এত রাত্রে এ উদ্যানে কেন এসেচ? আর তোমার নাম কি?

স্ত্রী। মহাশয় আমি রাজকুমারী তরঙ্গিণীর সখী।

* জয় জয়ন্তী।—তাল মধ্যমান।

আমার নাম প্রিয়ম্বদা। আজ ক দিন থেকে প্রিয়সখীর গা জ্বালা কর্‌তে আরম্ভ হয়েচে, তাই পদ্মপাতা নিতে এসেচি।

দ্বিঃ যুঃ। কি, তোমার প্রিয়সখীর গা জ্বালা করে? তাঁর ব্যাধি কি?

প্রিয়ম্বদা। ব্যাধি আর কি? যুবতীগণের যে ব্যাধি তাই———প্রণয়।

দ্বিঃ যুঃ। ভাল, তা মহারাজ রাজকুমারীর বিবাহ দেন না কেন?

প্রিঃ। মহারাজ বিবাহ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু প্রিয়-সখী অন্য বিবাহ কর্ব্বেন না! তিনি আজ কদিন হ'ল বাতায়ন পথ থেকে নৌকায় এক অপরিচিত যুবককে দেখে বিহ্বলা হয়েচেন। তাঁকেই পান, তবে বিয়ে কর্ব্বেন, নইলে নয়।

দ্বিঃ যুঃ। আচ্ছা রাজকুমারী ত সে যুবকের নাম ধাম কিছুই অবগত নন্। তবে এরূপ পণ কল্লেন, তা মহারাজ তার কি বিহিত কচ্চেন?

প্রিঃ। মহারাজ শুন্‌চি স্বয়ম্বর বিধান ক'রে ভিন্ন দেশীয় রাজা ও অপরাপর লোককে নিমন্ত্রিত কর্ব্বেন?

দ্বিঃ যুঃ। প্রিয়ম্বদে! তুমি যথার্থই প্রিয়ম্বদা। আমিই

তোমার প্রিয়সখীর অপরিচিত যুবক। তোমার সখী যেরূপ কাতরা হয়েচেন, আমিও তদপেক্ষা অধিকতর কাতর হয়েচি। তুমি আজ আমার প্রবল নিরাশাগ্নির নির্ব্বাণ করে যে কি উপকার কল্লে, তা বল্‌তে পারি নে। পুরস্কার স্বরূপ এই অঙ্গুরীয় লও। (অঙ্গুরীয় দান) রাজকুমারী পরিচয় জিজ্ঞাসা কল্লে ব'ল যে, আমি আশীরগড়ের রাজ-পুত্র, নাম বিজয়। দেশ পর্য্যটন ক্রমে তাঁহার দেশে উপনীত। যত দিন রাজকুমারীর স্বয়ম্বর না হয়, তত দিন এই খানেই রহিলাম। তুমি এক্ষণে বিদায় হও। পার ত মধ্যে মধ্যে তোমার প্রিয়সখীর সংবাদ-সুধায় এ তৃষিত চকোরকে পরিতৃপ্ত ক'রো।

প্রিয়ং। যে আজ্ঞে মহাশয়! তবে এখন আসি।

প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

তরঙ্গিণীর কক্ষ।

অৰ্দ্ধশয়িত ভাবে তরঙ্গিণী উপবিষ্টা।

তরঙ্গিণী। (স্বগত) প্রিয়ম্বদাকে রাত্রিকালে একাকিনী পাঠিয়ে ভাল করি নি। কি জানি, মা জান্‌তে পার্‌লে কি অনর্থই না জানি ঘটাবেন। কিন্তু না পাঠিয়েই বা কি করি? মকরধ্বজের শাণিত শরপাতে শরীর জর্জ্জরীভূত হ'চ্চে। আর সহ্য হয় না। সহ্য না হলেই বা কি হবে? পিতা মাতার অননুমোদিত হ'লে আমি আর কিরূপে জীবিতেশ্বরের সমাগম সুখ লাভ কর্‌ব? তবে কি মনে মনে এক জনকে মন প্রাণ সমর্পণ ক'রে, কার্য্যবশতঃ আর এক জনের পত্নী হয়ে রমণীকুলের পরমনিধি সতীত্ব-রত্নে জলাঞ্জলি দিতে হবে? প্রাণ থাক্তে তরঙ্গিণী কখনই তা পার্ব্বে না। উঃ! কামিনীজনের হৃদয় কি মূঢ়! কে অনুরাগের পাত্র, কে নয়, কিছুই বিবেচনা করে না। অথবা সরল প্রকৃতি অবলাদেরই বা দোষ কি? দুরাত্মা মদনই ত সকল অনর্থের মুল। তাহার প্রভাবে হয় ত কত শত কুলবালা আমার ন্যায় কুলে জলাঞ্জলি দিতে বসে। যা হ'ক, প্রিয়ম্বদা যদি কোন অনুসন্ধান না ক'রে আস্‌তে পারে, তা হলে স্বয়ং

যাব। কিন্তু একাকিনী রাজপথে কিরূপে যাব। অথবা অনঙ্গ, কার্ম্মুকে শরসংযোগ ক'রে, যার আগে আগে যান, শশাঙ্ক, কৌমুদী-রূপ আলোক বিস্তার ক'রে যার পথ প্রদর্শক হন এবং হৃদয় অগ্রবর্ত্তী হ'য়ে যাকে অভয় দান করে, তার আর অপর লোকের আবশ্যক! কার পায়ের শব্দ হচ্চে না? বোধ হয় প্রিয়ম্বদা আস্‌চে।

প্রিয়ম্বদার প্রবেশ।

প্রিয়ঃ। সখি! তুমি নিদ্রিতা—না জাগরিতা?

তরঃ। সখি, আমি নিদ্রিতা—কি জাগরিতা, একাকিনী—কি অনেক লোকের মধ্যবর্ত্তিনী, আমার কিছুই জ্ঞান নাই। কেবল তোমার মুখ চেয়ে এখন পর্য্যন্ত জীবিতা আছি এই মাত্র। এখন সংবাদ কুশল ত?

প্রিয়ঃ। সখি, প্রিয়ম্বদা যে সংবাদের বাহিকা, তাও কি কখন মন্দ হয়?

কেন লো সজনি, তুমি ভাব অকারণ,
বসাব তোমার পাশে আনি সে রতন।
কেন ভাব রাজবালা
গাঁথি কুসুমের মালা
বাঁধিব দুজনে সুখে করিয়া যতন।*

* যাই চল সবে মোরা সখীর সদনে——

সখি! নিশ্চিন্ত হও। একে একে আমায় প্রশ্ন কর। আমি সব উত্তর দিচ্চি।

তরঃ। সখি! তুমি কি উপায়ে রাজপুরী থেকে বহির্গত হলে?

প্রিয়ঃ। সখি! সাহসে ভর ক'রে প্রাসাদ থেকে নাম্‌লাম। কেহই তখন আমায় দেখ্‌তে পায় নি। তার পর প্রমোদ বনের দ্বারে গিয়ে দেখ্‌লাম, প্রহরী নিদ্রায় অভিভুত, দ্বারের চাবি তার পার্শ্বে প'ড়ে আছে। আস্তে আস্তে চাবি খুলে বাইরে গেলাম। তার পর বার্ দিক্ থেকে পুনরায় দ্বাররুদ্ধ ক'রে চাবি আপনার কাছেই রাখ্‌লাম। তার পর রাজপথে অগণিত লোক যাতায়াত কচ্চে, কেহই আমাকে লক্ষ্য কল্লে না। বিশেষতঃ আমি বেশ ভুষা করে যাই নি। একাকিনী চন্দ্রালোকে কেলি গৃহের নিকট গেলাম। এবং রাজপথের দিকে কেলিগৃহের যে বাতায়ন আছে, সেই বাতায়নের নীচে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তরঃ। তার পর?

প্রিয়ঃ। তার পর শুন্‌তে পেলেম, একজন, আর এক জনকে সান্ত্বনা কচ্চে।

তরঃ। সান্ত্বনা? কেন?

প্রিয়ঃ। অনেকক্ষণ পরে সান্ত্বনাকারী "তবে নিশ্চয় বুঝ্‌লাম, কোন যুবতীর কুটিল নয়ন নিঃসৃত স্মরের ফুলবাণ তোমার অন্তরে বিদ্ধ হয়েচে।" স্পষ্টাক্ষরে এই কটী কথা উচ্চারণ ক'ল্লে।

তরঃ। সখি, শুনে তুমি কি কল্লে?

প্রিয়ঃ। আমিও জো পেলাম। ভাবলাম, এইবার একবার টোপ্‌ ফেলেই কেন দেখি না। ভেবে—তুমি যে গান শিখিয়ে দিয়েছিলে সেই গান ধরলাম। আর কোথা যাবে? গান শুনেই তোমার মনচোর আমায় ডাক্‌তে পাঠালেন, আমিও গেলাম।

তরঃ। সখি, গিয়ে কি দেখ্‌লে?

প্রিয়ঃ। গিয়ে দেখ্‌লাম, অনঙ্গ নিজের প্রতাপ তাঁকেও দেখিয়েছে। সখি, তুমি বা কি কাতরা, তোমার জন্য রাজপুত্র দ্বিগুণ কাতর। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমার কাছ থেকে সব শুনে আনন্দে আমাকে এই আংটী পুরস্কার দিলেন। আর বল্লেন, " পার ত মধ্যে মধ্যে তোমার প্রিয়-সখীর সংবাদ সুধায় এ তৃষিত চকোরকে পরিতৃপ্ত ক'রো।" আর তোমার কোন ভাবনা নেই সখি।

ওলো বিধুমুখি! প্রিয়সখী থাক্তে প্রিয়ম্বদা।
কেন অভিমানে ম্রিয়মাণে থাক তুমি সদা॥

দেখে তোমার দুখ ফাটে বুক সইতে কি লো পারি।
হেরে মলিন বদন ভাসি নয়ন জলে অনিবারি ॥
ওলো বিনয় করি রাজকুমারি হইও না মানিনী।
এনে মনচোরে বাঁধ্‌ব জোরে প্রেম-ডোরেতে ধনি ॥
তবে থাক দুদিন হবে সুদিন দুখ না রহিবে।
পেয়ে হৃদয়-রতন অমুল্যধন সুখে কাল কাটাবে ॥

তরঃ। কিন্তু সখি, পিতা যদি বিবাহে অনুমোদন না করেন, তবেই ত সর্ব্বনাশ!

প্রিয়ঃ। সে ভাবনা আর তোমায় ভাব্‌তে হবে না, প্রিয়ম্বদা থাক্তে তোমার আর কোন ভাবনা নেই। মহি-ষীকে ব'লে যাতে স্বয়ম্বর বিহিত হয়, আমি কালই তা কর্‌ব।

তরঃ। সখি, তুমি যথার্থই আমার প্রাণসখী। আমার দুখে দুখী—সুখে সুখী, ভূমণ্ডলে এমন আর কেহই নাই। সখি, জীবন দানেও তোমার ঋণের পরিশোধ দিতে পার্‌ব না।

পঞ্চম দৃশ্য।

—০:*:০—

রাণীর কক্ষ।

রাণী আসীনা।

রাণী। (স্বগত) দেখ্‌তে দেখ্‌তে তরঙ্গিণী আমার বিবাহ যোগ্যা হয়ে উঠ্‌লো। এখন তার পূর্ণ যৌবন। বিবাহ না দিলে আর কোন ক্রমে রাখা যায় না। আহা! যৌবন সমাগমে আমার তরঙ্গিণীর কি কমনীয় কান্তিই হয়েচে! দিন দিন তার শরীরের প্রভা যেন বৃদ্ধি পাচ্চে। বিনা অলঙ্কারেও বাছা আমার অলঙ্কৃতা। কি মধুর হাঁসি হাঁসি মুখ! আকর্ণবিস্তৃত চোকেরই বা কি শোভা! হাত দুখানি যেন দুগাছি চাঁপা ফুলের মালা। এখন ঈশ্বরেচ্ছায় অনুরূপ পাত্রে দিতে পাল্লেই আমাদের সুখ। আহা! এমন সোণার কমলকে কি যেমন তেমন পাত্রে দিতে পারি? যা হ'ক, পরিচারিকা মুখে শুন্‌ছিলাম, তরঙ্গিণীর কি অসুখ হয়েচে। সবিশেষ জান্‌বার জন্য প্রিয়ম্বদাকে ডেকে পাঠালাম। কই, সে ত এখনো এল না। আর একবার লোক পাঠাব না কি? না, এই যে প্রিয়ম্বদা আসচে।

প্রিয়ম্বদার প্রবেশ।

প্রিয়ং। (অভিবাদনপূর্ব্বক) ঠাকুরাণীর আমায় কি আজ্ঞা?

রাণী। প্রিয়ম্বদা, তরঙ্গিণীর না কি অসুখ হয়েচে?

প্রিয়ং। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাণী। ক দিন হয়েচে?

প্রিয়ং। আজ প্রায় দশ বার দিন।

রাণী। অ্যাঁ দশ বার দিন? তা কই এত দিন ত আমাকে বল নি। তা হলে চিকিৎসক দ্বারা রোগের উপযুক্ত প্রতীকার করা যে'ত।

প্রিয়ং। ঠাকুরাণি, তরঙ্গিণীর ব্যাধির প্রতিকার চিকিৎসকের সাধ্যাতীত।

রাণী। চিকিৎসকের সাধ্যাতীত! তবে কি তরঙ্গিণীর কোন কঠিন রোগ হয়েচে?

প্রিয়ং। অন্য কোন রোগ নয়। আজ কদিন হ'ল, প্রাতঃকালে আমাকে ফুল তুল্‌তে উদ্যানে পাঠিয়ে রাজকুমারী বাতায়ন পথে তাপ্তীর শোভা দেখ্‌ছিলেন। হঠাৎ এক নৌকার উপরে কন্দর্পদর্পহারী রমণীমোহন অপরিচিত এক যুবক দেখে অবধি প্রিয়সখী এই ব্যাধিগ্রস্তা। আজ ফুল নিয়ে যথাসময়ে ফিরে এসে দেখ্‌লাম, প্রিয়সখী

ধরাতলে শয়ন ক'রে সকাতরে রোদন কচ্চেন। কারণ জিজ্ঞাসা কল্লে কিছুই বলেন না। এত প্রবোধ দিলাম, কিছুতেই কাণ দিলেন না। সেই অবধি প্রিয়সখীর আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল অনবরত গালে হাত দিয়ে ভাবেন, আর মাঝে মাঝে হা হুতাশ করেন। তরঙ্গিণীর আর সে শ্রী নাই। তেমন তপ্ত কাঞ্চনের মত বর্ণ মলিন হয়েচে, আর শরীরও দিন দিন শীর্ণ হচ্চে! আর নাই বা হবে কেন? এত বড় যুবতী মেয়ের বিয়ে দিতে আপনাদের ত একবার মনেও হয় না।

রাণী। কি বল্লি প্রিয়ম্বদে, অপরিচিত যুবক দেখে তরঙ্গিণী অভিভূতা হয়েচে। না জানি কন্যা হতে আমাদের নির্ম্মলকুলে কি কলঙ্কই বা প্রচারিত হয়। মহারাজ চিত্রসেনের মুখ হেঁট হবে, কি আমার প্রাণের তরঙ্গিণী কলঙ্কিনী হবে, একি প্রাণ থাক্তে সহ্য হয়? কিন্তু এর উপায়ই বা কি? প্রিয়ম্বদা কি উপায়ে সেই অপরিচিত যুবকের অনুসন্ধান করা যায় বল দেখি?

প্রিয়। ঠাকুরাণি, অভয় দেন ত আনুপূর্ব্বিক সব বলি।

রাণী। প্রিয়ম্বদা, তোমার কোন ভয় নাই। যা যা জান, সব বল।

প্রিয়। আশীরগড়ের রাজপুত্র বিজয়, দেশ ভ্রমণ ক্রমে সেইদিন আমাদের প্রমোদবনের ঘাটে উপস্থিত হন। তাঁর সঙ্গে কেবল একমাত্র সহচর। রাজপুত্রের বয়স প্রায় একুশ বৎসর। এরূপ সৌন্দর্য্য, যে বোধ হয় যেন রতিপতি দেশ ভ্রমণে নির্গত হয়েচেন। রাজপুত্রের নৌকা যখন ঘাটে এল, তখন আমি উদ্যানে ছিলাম। নাবিক মুখে মহারাজের নাম শুনে রাজকুমার কিছুকাল এই নগরে থাক্‌বার অভিলাষে একটী বাসস্থান জন্য মহারাজের নিকট লোক পাঠাবার কল্পনা কল্লেন। এ পর্য্যন্ত শুনেছি যে মহারাজ কেলি গৃহে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করেছেন।

রাণী। এই বল্‌ছিলে যে যুবক অপরিচিত। তবে যে তিনি আশীরগড়ের রাজপুত্র—এ সংবাদ তোমায় কে দিলে ?

প্রিয়। ঠাকুরাণি, রাজকুমারী আমার প্রাণের সখী। আমার সহোদরার মত। তাঁর এই প্রকার অবস্থা দেখে আর নিরস্ত থাক্তে পাল্লাম না। একাকিনী রাত্রিকালে প্রমোদবনের দ্বার খুলে কেলিগৃহে গেলাম এবং অনেক কৌশলে রাজপুত্রের পরিচয় নিয়ে এসে প্রিয়সখীকে বল্লাম। সেই অবধি প্রিয়সখী অনেক সুস্থা আছেন, এও সন্ধান করে এসেছি যে, রাজপুত্র এখন কিছুকাল এই নগরে থাক্‌-

বেন। অতএব যাতে এই কালের মধ্যে মহারাজকে ব'লে তরঙ্গিণীর স্বয়ম্বর বিধান কর্‌তে পারেন, তার চেষ্টা করুন। আমার যতদুর সাধ্য করেছি।

রাণী। প্রিয়ম্বদে! তুমি বালিকা। বালিকা বয়সে এরূপ বুদ্ধি সম্ভবে না। তোমার সুচতুর বুদ্ধি প্রভাবে যে কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্টা হয়েছি, তা বলা যায় না। আমি এখনি মহারাজের নিকট সমুদায় ঘটনা বর্ণনা করে যাতে শীঘ্র শীঘ্র তরঙ্গিণীর স্বয়ম্বর বিহিত হয়, সেই চেষ্টায় চল্লাম। তরঙ্গিণী যাতে প্রসন্ন থাকে, তুমি তার চেষ্টা কর গে।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাজার শয়ন মন্দির।

রোরুদ্যমানা রাণী উপবিষ্টা।

রাজার প্রবেশ।

রাজা। (স্বগত) একি? মহিষীকে আজ এত দুঃখিতা দেখ্‌চি কেন? বামকরে বামগণ্ড স্থাপিত করে বিষণ্নবদনে রোদন কচ্চেন। অঙ্গের ভূষণ উন্মোচন করে দূরে নিক্ষেপ করেচেন! দরদরিত ধারায় অশ্রুবারি নির্ঝরিত হচ্চে!

মহিষীর এরূপ ভাব ত কখন দেখি নাই! এর কারণ কি? অন্যদিন আমার আগমনে মহিষী প্রসন্নমনে সম্ভাষণ করেন। কিন্তু আজ দেখ্‌চি আমার আগমনে যেন মহিষীর দুঃখ দ্বিগুণিত হচ্চে! সামান্য কারণে মহিষী ত কখনই এত দুঃখিতা হন না। বায়ুর আঘাতে কি সুমেরু বিচলিত হয়? না, শফরী-সংগ্রামে বারিধি আকুলিত হয়? অবশ্য মহিষীর এই প্রবল দুঃখের কোন গুরুতর কারণ আছে। ভাল, একবার নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেই কেন দেখি না। (নিকটে গমন) একি প্রিয়ে! করলগ্ন কপোলে বিষণ্নবদনে দীন নয়নে রোদনের কারণ কি? আমি কি কোন অপরাধ করেচি? না পুরবাসী অপর কেহ কোন রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করেচে? কি কারণে ঈদৃশ দুঃখের উদয় হয়েচে বলে উৎকণ্ঠা দূর কর।

রাণী। (অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে।) মহারাজ আমার সম্বন্ধে আপনি কোন অপরাধ করেন নি। এবং মহারাজচিত্রসেনের মহিষীকে অপর পুরবাসী কেহ কোন প্রকার রূঢ়বাক্য প্রয়োগ কর্ব্বে তাও বোধ হয়, সম্ভব নয়। আমার নিজের কপাল আর ভবিষ্যৎ ভেবেই এই দুঃখ উপস্থিত হয়েচে।

রাজা। কেন প্রিয়ে, নিজ কপালকে নিন্দা কর্‌চ? বিবরণ স্পষ্ট বল, দুঃখ উপশমের চেষ্টা করি।

রাণী। আপনি, এই বৃদ্ধ বয়সেও ত রাজকার্য্যে ব্যাপৃত। কিসে লোকের ভাল হবে, সর্ব্বদা সেই চিন্তা-তেই মগ্ন। ঘরের খোঁজ কিছুই রাখেন না। কে মলো, কে বাঁচ্‌লো তা বোধ হয় আপনার খপরও আসে না।

রাজা। মহিষি, রাজ্যভার গ্রহণ ক'রে অপত্য নির্ব্বি-শেষে প্রজাপালন করা, কিসে তাদের কুশল হবে তদ্বিষয়ে চিন্তা করা এবং সুশাসনে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করাই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। তাহাতে বিমুখ হয়ে যে ব্যক্তি বিলাসী ও স্বার্থপর হয়, প্রজাদের কুশল চিন্তা না ক'রে, কেবল নিজের আমোদেই রত হয়, তার রাজ্য নষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীও তাকে পরিত্যাগ করেন। প্রিয়ে! রাজ্যশাসন সম্বন্ধে তুমিই ত আমাকে কতদিন সদুপদেশ দিয়েছ। তুমি ত স্বল্প-বুদ্ধি সামান্যা স্ত্রীলোক নও, তবে আজ তোমার মুখে এমন অসম্বন্ধ ভাষা শুন্‌চি কেন? যা হ'ক অন্তঃপুরে কি হয়েচে বল।

রাণী। হবে আবার কি? তরঙ্গিণী আজ দশ বার দিন থেকে উৎকট ব্যাধিগ্রস্তা।

রাজা। সে কি? তরঙ্গিণী ব্যাধিগ্রস্তা?

রাণী। তাই ত বল্‌ছিলাম, মহারাজ যে, ঘরের কে মলো কে বাঁচলো, আপনি সে খোজ রাখেন না।

রাজা। যা হ'ক, তরঙ্গিণীর কি হয়েচে?

রাণী। অধিক আর কি বল্‌ব? বুঝি, এত দিনে আমাদের নিষ্কলঙ্ক বংশে কলঙ্ক আরোপিত হয়। আপনি ত কিছু মনোযোগ কর্‌বেন না। অত বড় মেয়ে হ'ল তার কি আর বিয়ে না দিলে ভাল দেখায়? তার এখন সম্পূর্ণ যৌবন। জানেন্‌ ত যৌবন কাল কি বিষম কাল। এইকালে পদার্পণ কল্লে মানুষের হিতাহিত বিবেচনা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি এককালে থাকে না। তাতে আবার তরঙ্গিণী অবিবাহিতা। আজ কদিন হ'ল প্রমোদবনের ঘাটে এক অপরিচিত যুবককে দেখে অবধি তরঙ্গিণী বিষম ব্যাধিগ্রস্তা হয়েচে। আহা! সোণার পুত্তলিকার আর সে বর্ণ নাই; সে শ্রী নাই; মুখপদ্ম নিরন্তর নয়নজলে ভাস্‌চে। এখন শীঘ্র শীঘ্র যাতে, তাকে অনুরূপ পাত্রস্থ কত্তে পারেন, তার উদ্যোগ করুন।

রাজা। প্রিয়ে! অপরিচিত যুবক্‌কে দেখে যখন কন্যা বিহ্বলা হয়েচে, তখন বিবাহ দেওয়াও সহজ নহে। যদি সেই যুবক্‌কে না পায় তা হলে ত কন্যা অনর্থ ঘটাতে পারে! এযে বড় ভয়ানক কথা! আমি ত অনেক ভেবেও এর কোন উপায় স্থির কত্তে পাল্লাম না।

রাণী। কেন মহারাজ? উপায়ের ভাবনা কি?

স্বয়ম্বরবিধান ক'রে দাক্ষিণাত্যের সমুদায় রাজা ও রাজ-পুত্রগণকে নিমন্ত্রণ করুন; তা হলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হ'তে পার্ব্বে।

রাজা। আহা! ঈদৃশ সরস্বতী যার বামে, তার আবার উপায় উদ্ভাবনের ভাবনা? মহিষী যথার্থ ব'লেচে। রাত্রি প্রভাতেই ভাটদ্বারা সমস্ত দাক্ষিণাত্যের নরপতি-গণকে নিমন্ত্রণ করা হবে এবং অমরাবতীতেও ঘোষণা করা যাবে যে, রাজকুমারী তরঙ্গিণী স্বয়ম্বরা হবেন।

সপ্তম দৃশ্য।

—০:*:০—

রাজা চিত্রসেনের রাজপুরী

স্বয়ম্বরসভা নরপতিগণ আসীন।

বিজয়ের প্রবেশ।

বিজয়। (স্বগত) বৃন্দারকবর্গ সমবেত হ'লে ইন্দ্রসভার যেমন শোভা হয়, বিচিত্র বেশভূষায় ভূষিত অসংখ্য নৃপতি-গণের সমবায়ে মহারাজ চিত্রসেনের স্বয়ম্বরসভাও আজ সেইরূপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেচে। আহা! নরপতি-

গণের কি সুন্দর কান্তি! যেন অসংখ্য অনঙ্গ রতির অনুনয়ে সন্তুষ্ট ভগবান্ ভবানীপতি কর্ত্তৃক পুনর্জীবিত হয়েচেন। এরূপ রূপবান্ নরপতিদিগের সৌন্দর্য্যে বিমোহিতা না হয়ে যে রাজকুমারী তরঙ্গিণী আমাকে পতিত্বে বরণ কর্বে, এরূপ আশাও নিতান্ত দুরাশা। বুঝি এ হতভাগ্যকে দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে নিক্ষেপ কর্বার জন্যেই বিধাতা প্রতিকূল হয়ে এক স্থানে এত রূপবান্, গুণবান্ নৃপতিগণের সমবেত সাধন করেচেন। উঃ! নৃপতিদিগের দেহ প্রভার কাছে ক্ষণপ্রভাও পরাস্ত হয়! অন্তর, আর কেন বৃথা তরঙ্গিণী লাভ আশা কর্‌চ? বিধাতা প্রতিকূল হ'লে আর কি উপায়? এতদিনে তোমার আশার তরী, আজ নিরাশ্বাস সাগরে মগ্ন হল। কিন্তু প্রিয়ম্বদা মুখে যেরূপ শুনেছি তা যদি ঠিক হয় তবে ত তরঙ্গিণী নিতান্তই আমার প্রতি অনুরক্তা এবং প্রণয়দেবও শুনেছি অন্ধ। মন দিয়েই দেখেন। অতএব মন যার প্রতি আসক্ত সে ব্যক্তি অত্যন্ত কুৎসিত হইলেও যথার্থ প্রণয়ী তাকে কখনই কুৎসিত দেখেন্ না। সুতরাং তরঙ্গিণী যদি যথার্থই আমার প্রতি আসক্তা হয়ে থাকে তবে তাকে পাবার আশায় নিরাশ্বাসই বা হইব কেন! ভাল, ক্ষণেক অপেক্ষা ক'রেই কেন দেখি না। রাজ-

কুমারীও বোধ হয় এখনি আস্‌বেন। এই যে বল্‌তে বল্‌তেই পতিম্বরা তরঙ্গিণী গজগমনে আস্‌চেন।

প্রতিহারী সঙ্গে তরঙ্গিণীর প্রবেশ।

আহা রাজকুমারী যেন বিধাতার সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা স্বরূপ। এরূপ অতুল রূপরাশির একত্র সম্মিলন কোথাও কখন নেত্রগোচর করি নি। পূর্ণচন্দ্র নিন্দিত হাঁসি হাঁসি মুখ। তাতে আবার বিবাহ যোগ্য বেশ ভূষায় সজ্জিত হয়ে কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েচে! কি আকর্ণ বিশ্রান্ত কুরঙ্গ নয়ন! ওষ্ঠাধরের স্বাভাবিক রাগই কুঙ্কুম লেপনের কার্য্য সমাধা কচ্চে। এরূপ রূপরাশি যে নেত্রগোচর না করে, তার নয়নই বিফল। এখন বিধাতা প্রসন্ন হয়ে কার কপালে এরূপ অমূল্য রত্ন দেন দেখা যা'ক।

প্রতি। (তরঙ্গিণীর প্রতি) রাজকুমারি, সম্মুখে যে নরপতিকে দেখ্‌চ ইঁহার মত রূপবান্ গুণবান্ ও ক্ষমতাশালী নরপতি আর নাই। ইঁহার প্রশস্ত বক্ষঃস্থল, নাগরাজ বিনিন্দিত আজানুলম্বিত বাহু, এবং মধ্যাহ্ন সূর্য্য সন্নিভ দীপ্তিমতী কান্তি। ইনি সর্ব্বাংশেই তোমার অনুরূপ। অতএব ইঁহাকেই পতিত্বে বরণ কর।

তরঙ্গিণী। প্রতিহারি, কেন বৃথা বাক্যব্যয় কর্চ্চ? কুমুদিনী কি কখন সূর্য্যে অনুরক্তা হয়? চল, অন্যত্র চল।

প্রতি। কল্যাণি, এই নরপতি শরকার্ম্মুক ধারণে সহস্র বাহু কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় লঘুহস্ত। রূপ ত স্বচক্ষেই দেখ্‌চ। লক্ষ্মী স্বভাবতঃ চঞ্চলা, কিন্তু ইহার আশ্রয়ে তাঁহার সে চঞ্চলা নাম দূর হয়েচে। অতএব রূপে গুণে অদ্বিতীয় এই ধীমান্ নৃপতির অঙ্কলক্ষ্মী হও।

তর। সুমন্ত্র! শরতের বিকসিত শশধর জগতের মনোরঞ্জনকারী। কিন্তু নলিনী কি কখন তার প্রতি আসক্ত হয়?

প্রতি। স্বাভাবিক হিংস্র জন্তুগণ যেরূপ তপোবন সন্নিধানে স্ব স্ব হিংস্র স্বভাব পরিত্যাগ ক'রে বাস করে সেইরূপ দেহান্তর্গত পরস্পর বিরুদ্ধ গুণগণ এই রাজ্যেতে বাস করে। ইনি ঈদৃশ বিলাসী, যে জল বিহার কালে ইঁহার মহিলাবর্গের অঙ্গরাগ প্রক্ষালিত হ'য়ে সরোবরের জল রাগবিশিষ্ট হয়, অতএব হে মৃগনয়নে! ইঁহার মহিষী হ'য়ে যৌবন সম্পত্তি সুখে উপভোগ কর।

তর। প্রতিহারি, পর্ব্বতগৃহ পরিত্যাগ ক'রে প্রবাহিণী যখন সাগর সম্মিলনে যায়, তখন কি উচ্চ পর্ব্বত তার গতি রোধ কর্‌তে পারে? চল, অন্যত্র চল।

প্রতি। রাজকুমারি, তুমি যেমন তপ্ত কাঞ্চন সদৃশ গৌরাঙ্গী তেমনি এই ভূপতি ইন্দীবর তুল্য শ্যাম কলেবর,

অতএব ইঁহার প্রেয়সী হ'য়ে মেঘে বিজলীর ন্যায় শোভা ধারণ কর।

তর। সুমন্ত্র! ভগবান কমলিনী নায়ক বিরহানলে প্রতিদিন কমলিনীকে তাপিতা করিলেও সে তাঁহারই পক্ষ-পাতিনী। চল, অন্যত্র চল।

প্রতি। রাজকুমারি, এই রাজকুমারের মোহিনী মূর্ত্তিতে বিলাসিনীগণ নিরন্তরই মোহিতা। বাস্তবিক, যে ইঁহার সৌন্দর্য্য একবার দেখেচে সে আর কস্মিন্‌কালেও ভুল্‌তে পারেনা। তুমি যেমন রূপবতী ইনিও তদ্রূপ রূপবান্‌। অতএব ইঁহাকে বরণ ক'রে, গজদন্ত এবং সুবর্ণে যেরূপ শোভা সেইরূপ শোভা সম্পাদন কর।

তর। (স্বগত)। এই না সেই ভুবন মোহিনী মূর্ত্তি? অন্তর আর কেন? দৃষ্টি মাত্র যাঁর চরণে দাসী হয়েচ এখন তাঁহাকে সম্মুখে পেয়েও কেন বিলম্ব কর? লজ্জা! প্রিয়তমের গলে মালা দিতে কেন আর আমার হাতকে নিবারণ কর? সন্দেহ! আর কেন বিভীষিকা দেখাও? যে প্রিয়তম-সমাগম-সুখ-আশায় এখন পর্য্যন্ত জীবিতা আছি তাঁকে সম্মুখে পেয়েও কি পরিত্যাগ কর্‌ব?

প্রতি। (স্বগত) দেখ্‌তে পাচ্চি এই রাজকুমারের প্রতিই তরঙ্গিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয়েচে। লজ্জাবশতঃ রাজকুমারী

স্বয়ং কিছু না বল্‌লেও, প্রণয় দেব কুঞ্চিত কেশ, রোমাঞ্চ-শরীর ও গদ গদ ভাবে ইঁহার মনোগত ভাব প্রকাশ ক'রে দিচ্চেন। ভাল, পরিহাসচ্ছলে পরীক্ষা ক'রেই কেন দেখিনা। (প্রকাশ্যে) রাজকুমারি! বৃথা বিলম্বে ফল কি? চল অন্যত্র যাওয়া যা'ক।

তর। (স্বগত) লজ্জা, সন্দেহ, এ হৃদয় থেকে স্থানান্তরিত হও। অনেক দুঃখে আজ আমার হৃদয় পিঞ্জরের বিহঙ্গকে পেয়েচি। এখন প্রেমশৃঙ্খলে বেঁধে নিরন্তর চোকে চোকে রাখ্‌ব। (প্রকাশ্যে) সুমন্ত্র! চকোরিণী কি কখন পূর্ণ শশধরকে পরিত্যাগ করে অন্যত্র যায়? দেও— মালা দেও। মন প্রাণ যাঁর করে সমর্পণ করেছি তাঁরই গলে মালা সমর্পণ করি।

বিজয়ের গলে মাল্যদান।

অষ্টম দৃশ্য।

—•:✳:•—

তরঙ্গিণীর কক্ষ, বিজয় ও তরঙ্গিণী আসীন।

তর। নাথ! আজ কেন? যে দিন যে সময়ে প্রমোদ-বনের ঘাটে নৌকার উপরে তুমি আমার নয়নের অতিথি হয়েচ সেই দিন সেই মুহুর্ত্তে মন, প্রাণ, কুল, শীল, সবই তোমাকে অর্পণ করেছি। তোমার বিরহে দাসী জীবন্মৃতা হয়েছিল। প্রিয়ম্বদা যে দিন কেলিগৃহ থেকে তোমার সংবাদ এনে দিলে সেই দিন থেকে একটু সুস্থ হয়ে ছিলাম।

বিজয়। প্রিয়ে! প্রিয়ম্বদাকে সংবাদ আন্‌তে পাঠিয়ে তুমি মনে মনে কি ভাব্‌ছিলে?

তর। প্রিয়ম্বদাকে পাঠিয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম—সে যদি সংবাদ আন্‌তে না পারে, কি কোন বিপরীত সংবাদ আনে তবে সেই দণ্ডেই এ প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। কিন্তু শেষ দশায় আর একবার নাথের শ্রীচরণ দেখে মর্‌ব। লজ্জা ভয় সব পরিত্যাগ কর্‌ব। পিতা মাতা জিজ্ঞাসা কল্লে সদর্পে বল্‌ব, যাঁকে মন সমর্পণ করেছি তাঁরই চরণে এ প্রাণও দিতে যাচ্চি। বল্‌তে কি নাথ, প্রিয়ম্বদা হাঁস্‌তে

হাঁস্‌তে এসে তোমার বিবরণ বল্লে, আমি আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। আহ্লাদে আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। চোক দিয়ে দর দরিত ধারায় আনন্দাশ্রু বিগলিত হ'তে লাগ্‌ল। নাথ! দাসীর যে এ সুখের দিন উদয় হবে তা এক দিনের জন্যও ভাবিনি। মনে কত্তাম পুরুষ-দিগের হৃদয় কি নির্দ্দয়। বলপূর্ব্বক কুমারীদিগের কুসুম সুকুমার মন হরণ ক'রে অনায়াসে অশেষ যাতনা দেয়। কিছুমাত্র সঙ্কোচ করে না। এইরূপ ভাবনা উদয় হলে তোমার প্রতি কত কটুবাক্য প্রয়োগ করেচি। আবার ভাব্‌তাম তাঁরই বা দোষ কি? এ সমস্তই কুসুমচাপের কাজ। যা হ'ক এখন পিতার নির্ম্মল কুলে কালি দিয়েই বা কিরূপে প্রিয়তমের অনুবর্ত্তিনী হই? এইরূপ ও অন্য অন্য অনেক রূপ কুচিন্তা সময়ে সময়ে আমাকে আত্ম-ঘাতিনী হতে প্রবৃত্ত করাত। তখন প্রিয়ভাষিণী প্রিয়ম্বদা নানারূপ সান্ত্বনা দিয়ে আমাকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে আন্‌ত। নাথ, জন্ম জন্মান্তরেও প্রিয়ম্বদার ঋণ পরিশোধ দিতে পার্ব্বনা। প্রিয়ম্বদাই তোমায় পা'বার একমাত্র উপায়।

বিজয়। প্রিয়ম্বদাই উপায়? কিরূপ?

তর। তোমায় দেখে অবধি ব্যাধিগ্রস্ত হ'লে, মাতা

প্রিয়ম্বদাকে আমার তাদৃশ অবস্থাপন্ন হ'বার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। প্রিয়ম্বদা তাঁকে যথাযথ সমস্ত বিবরণ ব'লে স্বয়ম্বর বিধানের পরামর্শ দেয়। মাতা আবার পিতাকে সেইরূপ পরামর্শ দেন। সেইজন্যই এই স্বয়ম্বর বিহিত হ'ল। এর আগে আর এ বংশে কোন কুমারী স্বয়ম্বরা হয় নি।

বিজয়। প্রিয়ম্বদা যথার্থ বুদ্ধিমতী।

তর। নাথ! প্রিয়ম্বদার সুচতুর বুদ্ধিবলে তোমায় পেয়েছি। নইলে এ অভাগিনীর ভাগ্যাকাশে যে এসুখের শশী উদয় হবে এ আশা একদিনের জন্যও ছিলনা।

প্রিয়ম্বদার প্রবেশ।

প্রিয়। (তরঙ্গিণীর প্রতি) একি সখি? সুখ সম্মিলনে রোদন কেন?

বিজয়। সখি, এ আনন্দাশ্রু।

প্রিয়। আনন্দাশ্রু, আমিও ত তাই ছাই ভাব্‌চি। বলি, যে অম্লান পুষ্পের মকরন্দ পানের জন্য আমার প্রিয় সখীর মনভৃঙ্গ তত লালায়িত হয়েছিল এখন সেই ফুল পেয়ে মধুপানে বিরত হ'য়ে রোদন কচ্চে কেন?

তরঙ্গিণী। প্রিয়ম্বদার মুখের কাছে সরস্বতী হার মানেন।

প্রিয়। হ্যাঁ সরস্বতী হার মানেন বই কি। এখন আর প্রিয়ম্বদার কথা ভাল লাগ্‌বে কেন? এখন দিন কিনে নিয়েচ কি না। তখন দিনরাত প্রিয়ম্বদার কথা মিষ্টি লাগ্‌তো। তখন মিষ্টি লোকের কথা বল্‌ত বলে বুঝি--নয়? তা ভাই, আমার কথা ভাল না লাগে ত আমি না হয় বেরিয়ে যাচ্চি।

গমনোদ্যত।

তর। (হস্ত ধারণ করিয়া) ওকি সই? রাগ কর কেন ভাই? তোমার কথা কোন্ কালে আমার ভাল না লাগে? ঠাট্টাকরে একটা কথা বল্লাম বলেই কি রাগ কত্তে হয়?

বিজয়। প্রিয়ম্বদা, তুমি সে দিন কেলিগৃহে যে গানটী গেয়েছিলে সেই গানটী আর একবার গাওনা ভাই।

প্রিয়। রাজপুত্র, এ আপনার নিতান্ত অসম্বদ্ধ আলাপ। সুখের সময়ে দুঃখের গান কেন গাইতে বল্লেন, বরং গান শুন্‌তে ইচ্ছে হয়ে থাকে বলুন।

বিজয়। আচ্ছা ভাই, তোমার যা ইচ্ছে হয় গাও।

প্রিয়। তবে সখি, তুমি রাজপুত্রের বাঁ দিকে ব'স।

স্থখ সাগরে মন আজ ভাসিল এ সুখ দিনে।
সপিনু হে গুণমণি তোমায় তরঙ্গিণী ধনে॥
যতনে রেখহে তারে,
বাঁধিয়ে প্রণয়-ডোরে,
বিচ্ছেদ ব্যথা দিওনা হে এ নবীন জীবনে।
প্রিয়সখী তরঙ্গিণী,
যেন প্রেমের তরণী,
তুমি তাহে কাণ্ডারী রেথ তরি সযতনে॥

তর। নাথ! আমি তোমাকে একটী কথা বল্‌ব মনে কর্‌চি। প্রিয়ম্বদারই মুখে শুনেচি তোমার সঙ্গে এক জন সহচর আছেন। তুমি যেমন কন্দর্প তিনিও তেমনি বসন্ত। তা কেন প্রিয়ম্বদাকে তাঁর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে বদ্ধ করে দেওনা।

বিজয়। ক্ষতি কি?

বেগে এক পরিচারিকার প্রবেশ।

পরিচারিকা। রাজপুত্র সর্ব্বনাশ উপস্থিত। অসংখ্য রাজগণ কর্ত্তৃক রাজপুরী আক্রান্ত হয়েচে। শীঘ্র উপায় বিধান করুন। অনতিবিলম্বেই আক্রমণকারীগণ অন্তঃপুরে প্রবেশ কর্‌বে।

বিজয়। কি? রাজপুরী আক্রান্ত হয়েচে। মহারাজ চিত্রসেন কোথায়?

পরি। রাজপুত্র, বল্‌বার আর সময় নাই—মহারাজ—বন্দী—রক্ষা করুন্।

বিজয়। উঃ! এমন সময়েও আমাকে অন্তঃপুরে কামিনীবর্গের মধ্যে আবদ্ধ থাক্‌তে হ'ল। (পরিচারিকার প্রতি) শীঘ্র অসি দেও। (অসি দান)

তর। এ কি নাথ! তুমি উন্মত্ত হলে না কি? রাজগণ অসংখ্য, তুমি একাকী, তাতে আবার নিরস্ত্র। কিরূপে একাকী নিরস্ত্র, অগণিত শত্রুর সঙ্গে সমরে প্রবৃত্ত হচ্চ? প্রাণবল্লভ! প্রাণান্তেও তোমাকে এ দুরন্ত রণে যেতে দিব না। হয় ত এই রণ এ অভাগিনীকে ভূষণশূন্য করবে। নাথ! তোমার চরণে ধরি, বিনয় করি, অধিনীর কথা রাখ—রণে প্রবৃত্ত হইওনা।

বিজয়। প্রিয়ে! ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম রণ। আজ সেই ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কেন আমাকে ধর্ম্মপথ উল্লঙ্ঘন কর্‌তে বল্‌চ। যদি রণে মৃত্যু হয়, দিব্য রথে বৈকুণ্ঠধামে যাব, তাতে আর চিন্তা কি প্রিয়ে?

তর। নাথ! তবে যদি নিতান্তই এ অধিনীকে পরিত্যাগ ক'রে যাবে, তবে ক্ষণেক অপেক্ষা কর। তোমার সমক্ষেই এ পাপ প্রাণ পরিত্যাগ করি। (অসি লইতে উদ্যত)।

বিজয়। (হস্ত ধারণ করিয়া) এ কি প্রিয়ে! ক্ষত্রিয়ের কন্যা হ'য়ে বিশেষতঃ মহারাজ চিত্রসেনের ঔরসে জন্ম গ্রহণ ক'রে, কেন অনর্থক সমর ভয়ে ভীতা হচ্চ? তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা কর। আমি ত্রিতাপনাশিনী ভগবতী আদ্যা শক্তির প্রসাদে এখনি শত্রু পরাজয় করে তোমার প্রফুল্ল শতদল সদৃশ বদন দেখ্‌ব।

তর। তবে যদি নাথ নিতান্তই যাবে——

বিজয়ের প্রস্থান।

(প্রিয়ম্বদার প্রতি) সখি, না জানি এ হতভাগিনীর অদৃষ্টে আজ কি সর্ব্বনাশই হয়। যে দিকে তাকাই অমঙ্গলের চিহ্ন ভিন্ন আর কিছুই দেখ্‌তে পাই না। দক্ষিণ নেত্র অনবরত নাচ্চে। সখি! আজ বুঝি বিধাতা প্রতিবাদী হয়ে এ অভাগিনীর সমস্ত সুখ এককালীন হরণ কর্‌বে।

প্রিয়। প্রাণসখি! কেন অনর্থক দুর্নিমিত্ত সকল মনে কর্‌চ? রাজপুত্র প্রবল বলশালী। শুনেছি ত্রিজগতে তাঁর সমকক্ষ নাই। ভাবনা কি সই? তিনি এখনি শত্রু জয় করে আস্‌বেন। অনর্থক কুচিন্তায় মনকে আকুলিত করনা।

তর। সখি! তুমি যতই কেন প্রবোধ দেওনা, আমার

মন কিছুতেই শান্ত ভাব ধারণ কচ্চেনা। সন্দেহ নানারূপ বিভীষিকা মূর্ত্তি ধারণ করে আমায় নিরন্তর ভয় দেখাচ্চে। কই সখি? প্রাণনাথ ত এখন ফির্‌লেন না। সখি! নিশ্চয়ই আমার সুখের শশী সমররূপ কালরাহুতে গ্রাস করেচে। সখি! আর কি প্রিয়তমের বামে ব'সে সুখে মনোমত সজ্জায় তাঁকে সাজাতে পাব? হা বিধাতঃ! যে তরু আশ্রয় করেছিলাম তাহাকে ছেদন কল্লে। এই তোমার সুবিচার হ'ল? সখি! এ অভাগিনীকে আপনার ভেবে যত্ন কর্‌বে এমন যে আর কেউ রইল না। পিতা দুরন্ত রণে বন্দী হলেন। না জানি পাপাত্মারা তাঁর কি দুরবস্থাই কর্‌বে। মাতা জীবনত্যাগ কল্লেন। একমাত্র পতি, যাঁর স্নেহ আশায় প্রাণ ধারণ ক'রে রয়েছি, কস্মিন্ কালে যে তার সাক্ষাৎ পাব দগ্ধবিধি সে আশাতেও নিরাশ কল্লে। আর এ পাপ প্রাণে কায কি? সখি, চিতা প্রস্তুত কর। অথবা এ অভাগিনীকে আজীবন কষ্ট দিবার নিমিত্ত হুতাশনও এ পাপ প্রাণ নিতে প্রস্তুত নন। এই যে প্রিয়তমের পরিচ্ছদ। এই পরিচ্ছদে সজ্জিতা হয়ে জীবিতেশ্বরের অনুসন্ধানে যাই—

প্রিয়। সখি, তোমার কুসুম সুকুমার কোমল বয়স, তোমার কি এত কষ্ট সহ্য করা সম্ভব?

তর। সখি আর আমাকে প্রতিবন্ধক দিও না। প্রিয়তমের সাক্ষাৎ পাই উত্তম, নচেৎ এই দেখাই শেষ দেখা। এস সই, জন্মের মত প্রাণসখী ব'লে একবার আলিঙ্গন করি।

নবম দৃশ্য।

—০:৷:০—

বিন্ধ্য গিরি শিখর।

একাকিনী পুরুষ বেশে তরঙ্গিণীর প্রবেশ।

তর। (স্বগত) আশার কি অসামান্য কুহক! ত্রিজগতে এমন কেহই নাই যে আশার কুহকে মোহিত না হয়। জন্মাবধি যে ব্যক্তি আলয় হইতে বাহির হয় নি, আশার কুহকে পড়ে সে বীচিমালাপরিপ্লুত ভীষণ সাগর পার হ'য়ে দূর দূরান্তরে যাচ্চে। দীন দরিদ্র, অন্নাভাবে অনশনে যাদের শরীর তন্তুসার হয়েচে, কুহুকিনী আশার প্রভাবে তাদের মুখমণ্ডল ক্ষণেকের জন্যও প্রসন্ন হয়।

প্রাণের প্রাণ স্ত্রী পুত্রের বিরহব্যথাও লোকে আশার প্রভাবে অনায়াসে সহ্য করে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা দুর্গত, মায়াবিনী আশা মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ ক'রে তাকে সান্ত্বনা করে। উঃ! কোথায় অমরাবতী--আর কোথায় এই জনশূন্য হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ পর্ব্বত-শিখর! মনে কল্লেও হৃৎকম্প হয়। কেবল একমাত্র আশাকে অবলম্বন করে এই কোমল বয়সে রাজার দুহিতা সতত সুখে প্রতিপালিতা হয়ে একাকিনী এতদূরে এলাম। কিন্তু কই? আশালতা ফলবতী হবার ত কোন লক্ষণ দেখিনে। ক্রমে শরীর অবসন্ন হয়ে আস্‌চে। পা আর ওঠে না। হা বিধাতঃ! মর্‌বার সময় আর একবার প্রাণকান্তের চরণ দেখ্‌তে পেলাম না! দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত্রিও উপস্থিত। এই রাত্রিই আজ এ হতভাগিনীর পক্ষে কালরাত্রি হয়ে আস্‌চে। এই বিজন পর্ব্বত শিখরে কোথায় আশ্রয় পাব? হায়! এখনি হিংস্র জন্তুদিগের নখরাঘাতে এ অভাগিনীর দেহ শতধা খণ্ডিত হবে। হা নাথ! দেখ্‌লে না যে তোমার অঙ্গনা পরিণামে হিংস্র জন্তুদের খাদ্য হ'ল। নাথ! আমি মর্‌তে কিছু মাত্র কাতরা নই। কেবল শেষ দশায় মনের সাধে সেই যুগল চরণ দেখ্‌তে পেলাম না এই দুঃখ। ওই যে অদূরে একটী দীপ জ্বল্‌চে হয়ত কোন তাপসের কুটীর

থেকে আলো আস্‌চে। ভাল আর একটু অগ্রসর হয়েই দেখি।

তাইতো! তাপসের কি প্রচণ্ড মূর্ত্তি! স্কন্ধদেশে জটারাশি, করে কমণ্ডলু, পরিধানে রুরু চর্ম্ম। যেন সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ। অথবা ব্যোমকেশ কৈলাসশিখর ত্যাগ করে এই স্থানেই তপে নিযুক্ত। যাহ'ক তপস্বী কি অনুগ্রহ ক'রে এ হতভাগিনীকে একটু আশ্রয় দিবেন না? শুনেছি। তাপসগণ স্বভাবতই দয়ার্দ্র চিত্ত। ভাল, জিজ্ঞাসা করেই দেখি, যোগিবর! এ অভাগা মানব এ আশ্রমের উপযুক্ত নয়! নিশ্চয়ই এর আগমনে আপনার পবিত্র আশ্রম দূষিত হবে। কিন্তু কি করি? জীবন ভয়ে এ নরাধম আপনার শরণাপন্ন হয়েচে। আশ্রয় দানে এর জীবন রক্ষা করুন।

তাপস। বৎস, তোমার কোন ভয় নাই। নির্ভয়ে আমার আশ্রমে রজনী যাপন কর। দেখ, আমি সংসারের মায়াজাল ছেদন ক'রে বিশ্বাধার পরমাত্ম ভজনার্থ একাকী এই কুটীরে বাস করি। আমার এই ক্ষুদ্র আশ্রম পথ-ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের গৃহস্বরূপ। অতএব নির্ভীক হৃদয়ে রজনী যাপন কর। তৎপরে প্রভাতে ঈপ্‌সিত স্থানে গমন করিবে।

তর। (স্বগত) জগৎপিতা জগদীশ্বরের কি অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা। এই বিজন বন, কুত্রাপি জনমানবের সমাগম নাই। চারিদিকে ভয়ানক সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ নিরন্তর ভ্রমণ কচ্চে। কিন্তু এই তাপস একমাত্র বিভু গুণ গান ক'রে নির্ভয়ে পত্র কুটীরে বাস করেন। আহা! কুটীরেরই বা কি অনির্ব্বচনীয় শোভা। সম্মুখে হোম অগ্নি প্রজ্বলিত, পার্শ্বে যজ্ঞবেদির উপর কুশাসন। সুগন্ধি হোমকাষ্ঠের গন্ধে বন নিয়তই আমোদিত। এস্থানের মনোহারিত্ব গুণে বশীভূত হয়েই বুঝি হিংস্র জন্তুগণ নিজ নিজ বিদ্বেষি ভাব পরিত্যাগ করেচে।

তাপস। বৎস! গৃহে অতিথি আসিলেই যথা সাধ্য তাহার সৎকার করা উচিত। অতএব যৎকিঞ্চিৎ ফল মূল ভক্ষণ করিয়া অতিথি সৎকার গ্রহণ কর।

(তরঙ্গিণীকে রোদন করিতে দেখিয়া)

একি বৎস! সহসা গণ্ডদেশ দিয়া অনিবার নয়নবারি বিগলিত হচ্চে কেন? তোমার এ দুর্নিবার শোকের কারণ কি? প্রেমময়ী রমণীর বিরহযন্ত্রণায় কাতর হয়ে কি এই শোকাগ্নি উদ্দীপ্ত হয়েচে? অথবা স্নেহময় স্নেহময়ী জনক জননীকে স্মরণ করে হৃদয় ব্যথিত হচ্চে? কি কারণে সহসা এ শোকাবেগ প্রবাহিত হ'ল বল।

তর। যোগীবর! আমার দুঃখ কাহিনী শুনে কি হ'বে? তবে যদি নিতান্তই শুন্‌তে ইচ্ছে হয়ে থাকে ত শুনুন্—তাপ্তী নদীতীরে অমরাবতী নামে এক নগর আছে শুনে থাক্‌বেন। সেখানে চিত্রসেন নামে এক নরপতি ছিলেন। অভাগিনী তাঁহার এক মাত্র দুহিতা। হত ভাগিনী কেবল পুরুষ বেশে সজ্জিতা মাত্র। বাল্যকালে পিতা মাতার আদরের ছিলাম। বাল্যকাল সুখে অতিবাহন করে যৌবনে পদার্পণ কল্লেই মন্দভাগিনী দুঃখ থেকে দুঃখান্তরে পতিতা হ'তে লাগলো। একদিন বসন্ত সমাগমে বৃক্ষ নিচয় মুকুলিত হ'লে কলকণ্ঠ কোকিল উদ্যানস্থিত সহকার বৃক্ষশাখায় ব'সে পুলকে পঞ্চম স্বরে গান গাচ্ছিল। অভাগিনী বাতায়নে ব'সে উদ্যান শোভা দেখ্‌ছিল। হঠাৎ প্রমোদবনের ঘাটে দৃষ্টি পতিত হ'ল। দেখ্‌লাম মনসিজনিন্দিত কান্তিবিশিষ্ট এক যুবক নৌকায় উপবিষ্ট আছেন। মন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হ'ল। অনঙ্গও সময় বুঝে অমনি বাণ নিক্ষেপ কল্লেন। কিছু দিন গত হ'লে পিতা মাতা সমস্ত বিবরণ জান্‌তে পেরে মহা সমারোহে স্বয়ম্বর বিহিত কল্লেন। পিতাকে ঐশ্বর্য্যশালী দেখেই হ'ক কি এ অভাগিনীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়েই হ'ক, নানা দিক্‌দেশ থেকে অসংখ্য রাজপুত্র অভাগিনীর

পাণিগ্রহণ লালসায় সমাগত হলেন। কিন্তু কেহই অভাগিনীর হৃদয়মন্দিরে স্থান পেলেন না। দৃষ্টিমাত্র যাঁকে মন প্রাণ সমর্পণ করেছিলাম তাঁকেই পতিত্বে বরণ করে সুখের পরাকাষ্ঠা পেলাম। কিন্তু বিধাতা প্রতিবাদী হলে আর অন্য উপায় কি? অল্প দিন পরেই প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুগণ কর্ত্তৃক পিতার রাজ্য আক্রান্ত হ'ল। পিতা বার্দ্ধক্যে বন্দী হলেন। আমার হৃদয়ের শশী আমাদিগকে শত্রুহস্ত থেকে রক্ষা কর্‌বার জন্য সমরে গিয়ে বন্দী হ'লেন। শত্রুগণ তাঁকে যে কোথায় নিয়ে গেল তার কিছুই নির্ণয় কত্তে পাল্লাম না। তাঁর অন্বেষণে নানা স্থান ভ্রমণ করে পরিশেষে আপনার আশ্রম দূষিত কত্তেই এখানে উপস্থিত হয়েচি। তাঁর যে আর সাক্ষাৎ পাব সে আশাও করিনা। এক্ষণে এ পাপ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া প্রাণেশের প্রেম ঋণ পরিশোধ দিব মনস্থ করেছি।

তাপসী (সচকিত) বিধুমুখি, তুমিই আমার প্রাণের প্রাণ তরঙ্গিণী? "প্রাণ দিয়ে প্রাণেশের প্রেমঋণ পরিশোধ" দিবে মনে করেছ? এ প্রাণ থাক্তে তা কখনই হবেনা। এই দেখ তোমার হতভাগ্য বিজয় আজও কেবল তোমার সম্মিলন আশাতেই জীবিত রয়েছে। আর কেন

প্রিয়ে অশ্রুনীরে নীরজ বদন ভাসাও।" বিচ্ছেদানলে যেন কখনই আর দগ্ধ হতে না হয়। চল, প্রিয়ে! রোদন সম্বরণ ক'রে এখন অমরাবতীতে ফিরে যাই।

গৌড় সারঙ্গ,—একতালা।

আর কেন বিধুমুখি হতেছ কাতর।
হেরে মলিন বদন প্রাণ দহে নিরন্তর॥
তোমার তরে প্রাণধন
রেখেছি লো প্রাণ
নইলে ত্যজিতাম দুঃখে কলেবর
যে অনলে প্রাণ জ্বলে
জানাব কি বলে
দেখাতাম দেখাবার হলে এ পোড়া অন্তর
আর কেন শশীবদন
আঁখি নীরে ভাসে প্রাণ
দিয়ে প্রিয়ে আলিঙ্গন জুড়াও অন্তর।

সমাপ্ত।

